মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাদক মুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ ৭৩ বর্ষঃ ৯ম মার্চ ২০১৪

মহাপরিচালক মহোদয়ের মালয়েশিয়া অবস্থিত OST প্রকল্প পরিদর্শন

কুয়ালালামপুরে অবস্থিত জিংজাং ক্লিনিক প্রধানের নিকট থেকে ক্রেষ্ট গ্রহণ করছেন **অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান**।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ভিশন মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মূলত তিনটি পদ্ধতিতে দেশকে মাদকাসক্তিমুক্ত দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। যথা- I) Supply Reduction, II) Demand Reduction এবং III) Harm Reduction। Harm Reduction আওতায় যে সমস্ত ব্যক্তি ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে তাদের চিকিৎসার মাধ্যমে সমাজের মূল শ্রোতধারায় ফিরে নিয়ে আসা। অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মূলতঃ ডি-টক্সিফিকেশন পদ্ধতির মাধ্যমে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ডি-টক্সিফিকেশন পদ্ধতির মাধ্যমে চিকিৎসা নেয়ার পর তারা পুনরায় পূর্বের ন্যায় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। তাই বিশ্বব্যাপী মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য নানামুখী গবেষণা চলছে। তার ফসল হিসেবে প্রথম আমেরিকাতে Opioid Substitute Therapy (OST) চিকিৎসা পদ্ধতি চালু হয়। OST মুলত হেরোইন আক্রান্তদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। আমেরিকাসহ বর্তমানে ১৮৮ টি দেশে OST পদ্ধতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু আছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলির OST এর সাফল্যের কথা বিবেচনা করে প্রথম ২০০৮ সালে OST পাইলট প্রকল্প হিসেবে National Narcotic Control Board (NNCB) এর অনুমোদন গ্রহণ করে। তারপর ২০১০ সালে জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে (CTC) অপিয়েড সাবস্টিটিউট থেরাপির অংশ হিসেবে মেথাডন নিয়ে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু হয় যা মেথাডন মেইনটেন্যান্স ট্রিটমেন্ট বা MMT নামেও পরিচিত। UNODC ও fhi এর আর্থিক সহায়তায় এই পাইলট প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং জাতীয় AIDS/STD প্রকল্প NASP এর সাথে icddr,b পরিচালনা করছে। সময়ে সময়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি এর বৈঠকে এ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রাথমিকভাবে ১৫০ জন সুঁই এর মাধ্যমে মাদকসেবী যারা জুলাই ২০১০ হতে এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত সময়ে নিয়মিত তত্ত্বাবধানে ছিল, তাদের পর্যালোচনায় দেখা যায় বছরান্তে রোগীকে ধরে রাখার হার ৮৪%। অধিকাংশ রোগীই (৯৭.৬%) আর ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক নিচ্ছে না।

এই পাইলট প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটির সভা করে মোট ৬০০ জন মাদকসেবীকে চিকিৎসা দানের জন্য আরও ৩ টি ম্যাথাডন ক্লিনিক অনুমোদন দেয়া হয় যার মধ্যে বর্তমানে ২টি যথা (১) ঢাকার মৌলভী বাজার ও (২) পুরাতন ঢাকার এস, কে দাস রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকায় অবস্থিত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র (CTC) সহ ৩টি ক্লিনিকের মাধ্যমে ৪৫০ জন রোগীকে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। OST প্রকল্পটি বাংলাদেশে নতুন তাই এই OST বিষয়ে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য গত ৩০/৩/২০১৪ তারিখ **অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান এর নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম মালয়শিয়ায় গমন করেন**। সেখানে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমনঃ হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ক্লিনিক, ড্রাগ ট্রিটমেন্ট সেন্টার (মাদক চিকিৎসা কেন্দ্র) ও জেলখানায় OST কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। মালয়েশিয়ার সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে মহাপরিচালক মহোদয় পরবর্তী মেথাডন মেইনটেন্যান্স ট্রিটমেন্ট বা MMT ক্লিনিকটি ঢাকার একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুরঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা মেট্রো উপপ্তঅঞ্চলে কর্মরত সহকারী উপপ্তপরিদর্শক জনাব মজিবুর রহমান এর জন্ম তারিখ ১৫/০২/৫৫ খ্রিঃ অনুযায়ী ১৪/০২/১৪ তারিখে তাঁর বয়স ৫৯(উনষাট) বৎসর পূর্ণ হওয়ায় গণকর্মচারী (অবসর) আইন ১৯৫৯ সালের নির্ধারিত ছুটি বিধি ৩(১)বি(২) এর ধারা অনুযায়ী ১৫/০২/১৪ হতে ১৪/০২/১৫ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বৎসর পূর্ণ গড় বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারী ২০১৪ মাসের উল্লেখযোগ্য মামলার তথ্য

তারিখ	উপ-অঞ্চলের নাম	আসামীর সংখ্যা	আলামতের পারমাণ
১৩/২/১৪	ঢাকা মেট্রো	০২	গাঁজা-১০২ কেজি
২০/২/১৪	ঢাকা মেট্রো	০১	ফেনসিডিল- ২১০ বোতল
২২/২/১৪	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা	০১	ইয়াবা- ৯৩০ পিস
২৩/২/১৪	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা	০১	ইয়াবা- ৯৮০ পিস
২৬/২/১৪	ঢাকা মেট্রো	০২	ইয়াবা- ৯০০ পিস
২৭/২/১৪	পাবনা	০১	হেরোইন- ১০০ গ্রাম

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্ট গার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। ফেব্রুয়ারী'১৪ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসাব নিম্নরূপঃ

অঞ্চলের /সংস্থা নাম	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ				পেন্ডিং/ স্থগিত
	নমুনা	পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
ঢাকা অঞ্চল	১৮৬	১৮৬	--	১৮৬	--
চট্টগ্রাম অঞ্চল	৭৬	৭৬	--	৭৬	--
রাজশাহী অঞ্চল	১৩৩	১৩৩	--	১৩৩	--
খুলনা অঞ্চল	৯৬	৯৬	--	৯৬	--
বাংলাদেশ পুলিশ	১৯৭৫	১৯৭৫	--	১৯৭৫	--
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	--	--	--	--	--
র‍্যাব	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	০২	০২	--	০২	--
অন্যান্য সংস্থা	--	--	--	--	--
মোট =	২৪৬৮	২৪৬৮	--	২৪৬৮	--

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চল ভিত্তিক ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সাথে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	অঞ্চলের নাম	ফেব্রুয়ারী ২০১৩	ফেব্রুয়ারী ২০১৪
১।	ঢাকা অঞ্চল	৮১,৬৫,৭১৭/-	৬৮,০৯,১৯৮/-
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৭৫,৭১,৭৭৬/-	৭০,৪৪,৩৮০/-
৩।	খুলনা অঞ্চল	২,৯৯,২৮,৬৪২/৮৬	২,৮৪,৯৪,২১২/২২
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৬৮,৫৫,৪৭১/-	৭৪,৬২,৮২৫/-
	মোট	৫,২৫,২১,৬০৬/৮৬	৪,৯৮,১০,৬১৫/২২

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

আইন আদালত (ফেব্রুয়ারী'১৪)

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	২১০	২১৫	২৫	২৫
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৬৭	৭৬	৬৫	৮৫
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৫৭	৫৭	০০	০০
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	২৩	২৬	০০	০০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১৮	১৮	০১	০১
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১৩	১৪	০৯	০৯
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৩২	৩৬	০৪	০৪
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১০	১১	০০	০০
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৬১	৬১	০০	০০
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৫	১৬	০০	০০
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৮	২৩	০০	০০
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১৪	১২	০০	০০
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	০১	০১	০০	০০
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০১	০০	০০	০০
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	০৫	০৫	০০	০০
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৫০	৫৪	০৬	০৬
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৬	৪০	০০	০০
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৮	২১	০১	০১
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	১০	১১	০০	০০
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	০৬	০৬	০০	০০
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৮৭	৯৬	০১	০১
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	৪১	৪০	০২	০৩
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২৭	২৭	০০	০০
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৫৯	৬১	০০	০০
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২৪	২৬	০১	০১
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	০১	০২	০০	০০
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	০৭	০৯	০০	০০
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	০৫	০৫	০১	০১
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	০৫	০৬	০০	০০
সর্বমোটঃ		৯৩১	৯৭৫	১১৬	১৩৭

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

সবচেয়ে বেশী মামলা ও সবচেয়ে কম মামলার পরিসংখ্যান

ফেব্রুয়ারী ২০১৪ মাসে সর্বাধিক মামলা হয়েছে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে। পক্ষান্তরে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ মাসে রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চলে সবচেয়ে কম মামলা রুজু হয়েছে। ফেব্রুয়ারী ২০১৪ মাসে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে ২১০ টি মামলা রুজু করে ২১৫ জনকে আসামী করা হয়েছে। রাংগামাটি এবং খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চলে কোন পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শক পদায়ন না থাকায় কম মামলা রুজু করা হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন। অপরদিকে গোয়েন্দা অঞ্চলের উপপরিচালকগণ জানিয়েছেন গোয়েন্দা অঞ্চলের মূল কাজ হলো গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা, যার ফলে গোয়েন্দা অঞ্চল প্রমাপ অনুযায়ী মামলা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের দশম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটির পরিসংখ্যান ঃ

বছর	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪ (ফেব্রুঃ পর্যন্ত)
গাঠত মাদক বিরোধী কমিটির সংখ্যা	৫৯৭৯	৫৫৪৯	৮২৮	১৯২২	৬৩৪	৪০ টি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

উল্লেখযোগ্য মাদক বিরোধী অভিযান

চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলে ২৩/০২/১৪ তারিখ ৯৮০ পিস ইয়াবাসহ ০১ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৩/০২/২০১৪ তারিখ বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় ভোরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের সহকারী পরিচালকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম লোহাগড়া থানাধীন চুনতি সুফিনগর, চট্টগ্রাম কক্সবাজার সড়ক শাহসুফি হোটেলের সামনে অভিযান চালিয়ে কক্সবাজার-ল-১১-১৮৪৬ নং পালচার মোটর সাইকেল আরোহীকে আটক করে এবং তার দেশ তল্লাশী করে ৯৮০ পিস ইয়াবাসহ কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী আসামী (১) আবু রাখাইনকে গ্রেফতার করেন। সে কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার থানাধীন পশ্চিম মাছ বাজার রাখাইন পাড়ার বাসিন্দা। **প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় সে ইয়াবা পাচার সিন্ডিকেটের একজন সক্রিয় সদস্য**। এ বিষয়ে লোহাগড়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের উপপরিদর্শক জনাব মোঃ আবুল হোসাইন মামলটির তদন্তকারী কর্মকতা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ২৫/০৩/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

ঢাকা মেট্রোতে ১৩/০২/১৪ তারিখ ১০২ কেজি গাঁজাসহ ০২ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৩/০২/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের কোতয়ালী সার্কেলের পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম সূত্রাপুর থানাধীন শ্যামবাজার মসজিদ ঘাটস্থ শ্যামবাজার ঘাট জামে মসজিদের দক্ষিণ পশ্চিম কোণের ফাঁকা জায়গায় অভিযান পরিচালনা করে ১০২ কেজি গাঁজাসহ আসামী (১) মোঃ জিল্লু মিয়া (২৮), পিতা- মৃত রবিউল্লাহ মুন্সী, সাং-কালিপুর, থানাওভৈরব, জেলাও কিশোরগঞ্জ, (২) মোঃ মুছা মিয়া (৪৫), পিতাও মৃত জয়নাল মিয়া, সাংওছাগায়া, থানাওভৈরব, জেলাওকিশোরগঞ্জকে গ্রেফতার করেন। আসামীদ্বয়কে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় উদ্ধারকৃত গাঁজা কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব এলাকা হতে নদী পথে ঢাকায় আনা হয়। এ বিষয়ে সূত্রাপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ঢাকা মেট্রো উপওঅঞ্চলের কোতয়ালী সার্কেলের উপওপরিদর্শক জনাব মোঃ এমদাদুল হক খান মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে।

পাবনা উপওঅঞ্চলে ২৭/০২/১৪ তারিখ ১০০ গ্রাম হেরোইনসহ ০১ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৭/০২/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পাবনা উপওঅঞ্চলের ঈশ্বরদী সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম ঈশ্বরদী থানাধীন দাশুরিয়া হাই ওয়ে রোডস্থ রেশম বোর্ড অফিসের সামনে একটি সিএনজি অটোরিক্সায় তল্লাশী চালিয়ে ১০০ গ্রাম হেরোইনসহ আসামী (১) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মুসা, পিতাওমৃত অহেদ শেখ, সাংওহরোগ্রাম (পশ্চিম পাড়া), থানাওরাজপাড়া, জেলাও রাজশাহীকে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে ঈশ্বরদী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ঈশ্বরদী সার্কেলের উপওপরিদর্শক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম মামলটির তদন্তকারী কর্মকতা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ৩০/০৩/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

ঢাকাওমেট্রোতে ২৬/০২/১৪ তারিখ ৯০০ পিস ইয়াবাসহ ২ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৬/০২/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো উপওঅঞ্চলের সূত্রাপুর সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম পল্টন থানাধীন বায়তুল মোকাররম মার্কেটের নূরাণী প্রকাশনীর সামনে আসমী (১) মোঃ হেদায়েত উল্লাহ (৪৬)কে আটক করেন এবং দেহ তল্লাশী করে তার পরিহিত প্যান্টের পকেট হতে ০৫ টি পলিথিনের প্যাকেটে ৫০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করেন। এ বিষয়ে পল্টন থানায় মাদবদ্রব্য আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। অপর দিকে রমনা সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম শাহবাগ থানাধীন পুরানা পল্টন মোড় মারিয়া ইলেকট্রনিক্স এর সামনে আসামী (২) মোঃ মিঠু ব্যাপারী (৩২)কে আটক করেন এবং দেহ তল্লাশী করে একটি গোল্ডলিফ সিগারেটের প্যাকেটে রাখা ৪০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করেন। এ বিষয়ে শাহবাগ থানায় মাদকদ্রব্য আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ঢাকা মেট্রো উপওঅঞ্চলের রমনা সার্কেলের উপ-পরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার ৫০০ পিস ইয়াবা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং সূত্রাপুর সার্কেলের উপ-পরিদর্শক জনাব বিথি চ্যাটার্জী ৪০০ পিস ইয়াবা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। মামলা দুটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ১৯/০৩/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলে ২২/০২/১৪ তারিখ ৯৩০ পিস ইয়াবাসহ ০১ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২২/০২/২০১৪ তারিখ বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় ভোরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের সহকারী পরিচালক নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম চট্টগ্রাম এর কর্ণফুলী থানাধীন কক্সবাজার চট্টগ্রাম সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে এহছান স্টীল মিলের পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে ৯৩০ পিস ইয়াবাসহ কুখ্যাত শীর্ষ ইয়াবা ব্যবসায়ী আসামী (১) সামসুল আলম, পিতাওমৃত হাজী আশরাফ আলী, সাংওপূর্বাপনখালী ঘোনাপাড়া, থানাওটেকনাফ, জেলাও কক্সবাজারকে গ্রেফতার করেন। **সে টেকনাফের একজন শীর্ষ ইয়াবা ব্যবসায়ী**। এ বিষয়ে কর্ণফুলী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক জনাব মোঃ ছালে আহমেদ মামলটির তদন্তকারী কর্মকতা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ১৫/০৩/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

মাসিক বুলেটিনে আপনার মতামত/মন্তব্য আহবান করা হচ্ছে

অধিদপ্তর থেকে প্রতিমাসে মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। যা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটসহ বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে। বুলেটিন সম্পর্কে আপনার যে কোন মূল্যবান মতামত/মন্তব্য, তথ্য, বক্তব্য, প্রতিবেদন, ছবি ইত্যাদি প্রেরণ করলে তা প্রকাশের জন্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোষ্টগার্ডসহ ফেব্রুয়ারী'১৪ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	--	--	৪.৮০১ কেজি
গাজা	--	--	২৩০১.৪৮৬ কেজি
গাজা গাছ	--	--	০১ টি
অবৈধ চোলাই মদ	--	--	১,০৭৪.৯ লিটার
দেশী মদ	--	--	৯,৮০৯.৬ লিটার
বিদেশী মদ	--	--	১২৬ লিটার
বিদেশী মদ	--	--	২০,৯৭০ বোতল
বিয়ার	--	--	৩,৯০৭ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	--	--	৭৩.৬৫ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	--	--	১,৮৯৬ লিটার
কোডিন মিশ্রিত (ফেনসিডিল)	--	--	৬০,১৮৬ বোতল
কোডিন মিশ্রিত (ফেনসিডিল)	--	--	১১.৩ লিটার
তাড়া (টোডি)	--	--	৮৮৪.৩ লিটার
পচুই	--	--	১০ লিটার
আফিম	--	--	০.১৩ কেজি
বুপ্রেনরফিন(টিডি জেসিক ইনঃ)	--	--	৮,৫৩৭ এ্যাম্পুল
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	--	--	১৩,৯১৫ লিটার
পেথিডিন	--	--	৭৪৮ এ্যাম্পুল
মুলি	--	--	১,০৫০ পিস
দেশী মদ/এ্যালকোহল	--	--	১৭৪ বোতল
ইয়াবা ট্যাবলেট	--	--	৩,২৩,১৯৬ টি
রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	--	--	০৩ বোতল
নগদ অর্থ	--	--	১,০৩,৬৬৫/- টাকা
মরফিন	--	--	০৮ এ্যাম্পুল
মোবাইল সেট	--	--	০৭ টি
হেরোইন/গাজা(পুরিয়া)	--	--	৩৮০ টি/১৯০টি
প্রাইভেট কার, মোটর সাইকেল	--	--	০১ টি, ০৩ টি
আপয়েট মিশ্রিত ড্রিংক্স	--	--	৫৭ বোতল
বুপ্রেনরাফিন(বনোজোসিক ইনঃ)	--	--	২৭২ এ্যাম্পুল
এনার্জি ড্রিংক্স (ইত্যাদি)	--	--	৩০০ বোতল
লুপিজেসিক ইনজেকশন	--	--	২০৩ এ্যাম্পুল
পিস্তল	--	--	০১ টি
বাস, সিএনজি, বাই সাইকেল	--	--	০১টি, ০২টি, ০১ টি
মোটঃ	**৩,২১০**	**৩,৮৫৩**	

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার্য প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা এবং ফেব্রুয়ারী'১৩ মাসের সাথে ফেব্রুয়ারী'১৪ মাসের আমদানীর তুলনামূলক পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	ফেব্রুয়ারী'১৩	ফেব্রুয়ারী'১৪
টলুইন	**১২,৭৬৮.৫০মেঃটনঃ**	**২০১.৯১২ মেঃটনঃ**	**১৯১.১১ মেঃটনঃ**
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	**২,৫৬৬ মেঃটনঃ**	**১৩১.০৪ মেঃটনঃ**	**১৩৫.১২ মেঃটনঃ**
এ্যাসটোন	**৫,৮৮৬.৯৯ মেঃটনঃ**	**৩৮.৪০ মেঃটনঃ**	**৮০.০০ মেঃটনঃ**
মিথাইল ইথাইল কিটোন	**৪,১৮৪.৫৬ মেঃটনঃ**	**৬৫.৪৯৯৬মেঃটনঃ**	**৪২.২৩১ মেঃটনঃ**
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	**২,০৪৫ মেঃটনঃ**	--	**৪০.০০ মেঃটনঃ**
সিডডোএফাড্রিন	**৪৪,৭৯৫ কেজি**	**৪,০০০ কেজি**	--

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

উল্লেখ্য, এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যালস এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের টেলিফোন নং-৮৮৭০০১২-১৩।

মোবাইল কোর্ট

মাসের নাম	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দন্ডিত আসামীর সংখ্যা	জরিমানা আদায়
নভেম্বর'১৩	৭৫৫	৪৫০	৪৭৪	২,৬৪,৬০০/-
ডিসেম্বর'১৩	৭৯১	৪১৪	৪২৭	২,৮৩,১০০/-
জানুয়ারী'১৪	১০০৪	৫৬৫	৫৭৪	৪,১৯,৮৫০/-
ফেব্রুয়ারী'১৪	৯৮৮	৫৮৯	৫৯৯	৪,৬০,২০০/-

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করার জন্য দেশে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ফেব্রুয়ারী ২০১৪ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

কর্মসূচীর নাম	ফেব্রুয়ারী '১৪
মাদকাবরোধী আলোচনা সভা	৩৬১ টি স্থানে
মাইকিং কর্মসূচী	০৫ টি স্থানে
শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতা	৫৮ টি স্থানে
পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ	৪২ টি স্থানে
ফিল্ম প্রদর্শণ	১৫ টি স্থানে
সেমিনার ওয়ার্কসপ	০১ টি স্থানে
ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০২ টি স্থানে
এনজিও প্রতিষ্ঠান	০১টি স্থানে

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

ফেব্রুয়ারী'১৪ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও কারাগার হাসপাতাল সমূহে ৮২৪ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ফেব্রুয়ারী'১৪ মাসে নিরাময় কেন্দ্র/হাসপাতাল ভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	আন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৩৭	১২০	১৫৭	৬৬	৯১
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	০১	০২	০৩	০৩	--
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	--	--	--	--	--
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০১	০৬	০৭	০৫	০২
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	১৪	৩৫৮	৩৭২	৭৯	২৯৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	১৪৭	৭০	২১৭	১৪৭	৭০
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	০৩	৬৫	৬৮	৪০	২৮
মোট =	২০৩	৬২১	৮২৪	৩৪০	৪৮৪

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা)

ফেব্রুয়ারী ২০১৪ মাসে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্তদের মধ্যে ফেনসিডিল-০৯.৪২%, হেরোইন-৬৪.৩৭%, গাঁজা-১২২.৪৬%, ইনজেকশন-৩৬.১১%, ইয়াবা-৪৮.৬৭%, মদ-০১.৫৭%, ড্যান্ডি- ৩.১৪%, পলিড্রাগস-১৭.২৭%, সিরাপগুনাই । (কোন কোন রুগী একাধিক মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে)। (সূত্র ঃ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ ফোন ঃ ৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স-৮৮৭০০১০, ই-মেইল- dgdncbd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.bd